R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জমি চাষ কি সমস্যা ?
একই জমি থেকে একাধিকবার ফসল তুলতে খরা ও বর্ষায় স্ব-নির্ভর চাষের জন্য ট্রাকটর দিয়ে চাষ করুন। এতে পয়সা ও সময় দুয়েরই সাশ্রয় হবে।
ট্রাকটর, পাম্পসেট ভাড়া ও বিভিন্ন সারের জন্য যোগাযোগ করুন।
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
অজেয় এগ্রো সার্ভিস সেণ্টার
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

৬২শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
২৩শে জুলাই, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ভূগোলে গোল বাধছে, অঙ্কের উত্তর মিলছে না, জীবন বিজ্ঞানও মাষ্টারমশাইদের ভাবিয়ে তুলছে

বিশেষ প্রতিনিধি : এ বছর থেকে যে নতুন পাঠ্যক্রম শুরু হয়েছে তার ভূগোলে গোল বাধিয়েছে, বইয়ের সঙ্গে অঙ্কের উত্তর মিলছে না, আর জীবন বিজ্ঞান ভাবিয়ে তুলছে গ্রামের মাষ্টারমশাই ও ছাত্রছাত্রীদের।

নতুন পাঠ্যক্রমে ডি টি এ (এ বি টি এ) মুর্শিদাবাদ কর্তৃক প্রকাশিত সপ্তম শ্রেণীর 'ফারসট ষ্টেপ টু ইংলিশ গ্রামার ট্রানশ্লেসন এ্যানড কমপোজিসন' বইটিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বানানের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। বইটির ৩৩ পৃষ্ঠায় বহরমপুরের ইংরেজী বানানে 'এইচ ই'র পরিবর্তে 'এইচ ওয়াই' ছাপা হয়েছে। এই ধরনের ভুল বানান ছোট ছোট ছেলেদের ভাবিয়ে তোলে বই কি! শুধু তাই নয়, অঙ্ক বইয়ের অঙ্কের উত্তরগুলো কোন্‌টি ঠিক, কোন্‌টি ভুল ঠিক করার জন্য ছাত্র এমন কি মাষ্টারমশাইদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে। এখানে বীজগণিতের ১০ প্রশ্নমালার এ ২, ৩ ও বি ২ দ্রষ্টব্য। শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নবম-দশম শ্রেণীর ভূগোল বইয়ে উপনদী ও শাখানদী সম্পর্কে মাষ্টারমশাইদের দীর্ঘদিনের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান এখন একাকার হয়ে যাচ্ছে। এই বইয়ে যমুনা, বিপাশা, চন্দ্রভাগা কখনও শাখানদী, কখনও উপনদী। আবার ভাগীরথী কখনও উপনদী, কখনও শাখানদী। নতুন পাঠ্যক্রমে পাঠ সহজ করার জন্য এ দুইয়ের পার্থক্য তুলে দেওয়া হয়েছে ভেবে নিয়ে ক্লাসের ছাত্রদের মাষ্টারমশাইরা এখন আর জিজ্ঞেস করছেন না—শাখানদী কাকে বলে, উপনদী কাকে বলে বলতো বাবা?

ভূগোলে গোল বাধিয়ে নতুন পাঠ্যক্রম দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানে ছাত্রছাত্রীদের অজ্ঞান করে ছাড়ছে, প্রশ্ন করতে মাষ্টারমশাইরা সঙ্কুচিত হচ্ছেন। শুধুমাত্র দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানে যৌনশিক্ষা অংশত স্থান পাওয়ায় এই বিপত্তি ঘটেছে। যেমন ৩২ পৃষ্ঠায় 'মানুষের সন্তান সন্ততি সৃষ্টি ও জন্মদানের উত্তেজক হরমোন ···· দুগ্ধ তৈরীতে সহায়তা করে,' ৩৬ পৃষ্ঠায় 'ডিম্বাশয়' ও 'শুক্রাশয়' এবং ৭৫ পৃষ্ঠায় 'পুরুষ গিনিপিগের জন্মতন্ত্র' ও ৭৬ পৃষ্ঠায় 'স্ত্রী গিনিপিগের জন্মতন্ত্র' ইত্যাদি পড়ে ছেলেরা জিভ কাটছে, মেয়েরা 'এ মা! কিছু বুঝতে পারছি না' বলছে আর মাষ্টারমশাইরা লজ্জা পাচ্ছেন। এবার ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় সেজন্যে ওসব এড়িয়ে গিয়ে তাঁরা প্রশ্ন করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে যারা জীবন বিজ্ঞান পড়ে আসছে তাদের পক্ষে বিষয়টি মনোগ্রাহী ও সহজ

—৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

সাংবাদিকের হাতে হাসপাতালের ওষুধ পাচারকারী ধৃত, পুলিশ নিষ্ক্রিয়

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ জুলাই—গতকাল সকাল এগারটা নাগাদ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের ষ্টোর রুম থেকে ১০ প্যাকেট ট্যাবলেট পাচার করার সময় জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিনিধি বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় হাতেনাতে জঙ্গিপুরের অজিত সরকার নামে এক ওষুধ পাচারকারীকে ধরে ফেলেন। তিনি পুলিশী সাহায্য চেয়ে জঙ্গিপুরের মহকুমা পুলিশ অফিসারকে টেলিফোনে আবেদন জানালে 'পুলিশের অভাব' জানিয়ে পুলিশ অফিসার তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য ঘণ্টা দুই পর একজন সেপাই এসে কি তদন্ত করেন তা তিনিই (পুলিশ অফিসার) জানেন।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

অসহনীয় দুর্দশায় ধুলিয়ান গুরুতর অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষার জল রাস্তায় জমে গিয়ে ধুলিয়ান পুরসভার নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করছে। রাস্তার দুরবস্থা শহরের আবহাওয়া দূষিত করছে। দুর্দশা বাড়াচ্ছে বহিরাগতদের। রতনপুর মসজিদ থেকে শুরু করে কীর্তিনাশার পার পর্যন্ত, যেখানে শহরের একমাত্র রাজপথটি শেষ হয়েছে, খানা-খন্দে বর্ষার জল জমে গিয়ে এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। তারই মধ্যে হোঁচট খেয়ে চলাফেরা করছে ডজনখানেক বাস ও শ'খানেক লরী। শহরের আবর্জনা ও আম বোঝাই লরীর দাপট রাস্তার ক্ষয়ে যাওয়া পিচের সঙ্গে মিশে গিয়ে জনজীবনকে আরও দুর্বিসহ করে তুলেছে। পূর্ত বিভাগ ও পুরসভার মধ্যে দীর্ঘদিনের ঠাণ্ডা লড়াই এই রাজপথটির দুর্দশার কারণ। আগ বাড়িয়ে রাস্তা সারাতে বা রাস্তার মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই ধার শ্লোপিং-এর মাধ্যমে জল নিকাশী নালা করে ধুলিয়ানের আবহাওয়া তথা নাগরিক ও বহিরাগতদের জীবনযাত্রা ও চলাফেরা স্বাভাবিক করতে কোন পক্ষই রাজী নন।

সাগরদীঘিতে : সাগরদীঘি থেকে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, জেলা পরিষদের অধীনে পোপাড়া পূর্ব গ্রামসভার সাহাপাড়ায় ব্যানারজি পাড়া থেকে বাজার পর্যন্ত যোগাযোগকারী প্রায় ৩০০ মিটার বিস্তৃত কাঁচা সড়কটি দীর্ঘদিন মেরামতির অভাবে এবং জলনিকাশী নালার ব্যবস্থা না থাকায় এই বর্ষায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী একটি পুকুর রাস্তাটির অধিকাংশ গ্রাস করায় গাড়ী ও মানুষের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সড়কটি মেরামতির ব্যাপারে বি ডি ও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিঁড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

বাসের ফাঁস

রঘুনাথগঞ্জ হইতে বিভিন্ন রুটে প্রতিদিন চলাচলকারী বাসগুলির 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা আজ যাত্রী-সাধারণের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। পথের মাঝে ষ্টপেজগুলি হইতে বাসে উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। ভিতরে ঠাসাঠাসি, ছাদে লোক গিজগিজ, পিছনে-পার্শ্বে বাদুড়ঝোলা মানুষ। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও বৃদ্ধেরা বেপাত্তা হইয়া যান। বাসবন্দী মানুষের চাপে তাঁহারা ঝুঁকি লইতে সাহস পান না।

সবচেয়ে সঙ্গীন অবস্থা মুরারই রুটের যাত্রীদের। যে কয়েকখানি বাস এই রুটে চলে, যে কোনও দিন তাহাদের প্রত্যক্ষ করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। লোকধারণ ক্ষমতা বিপদসীমা অতিক্রম করিলেও তাহাদের রেহাই নাই। যাত্রীদের দাবী—"নিতে হবে, 'না' শুনছি না"। মালিকেরা হয়ত ভাবেন—'লক্ষ্মী কি ঠেলে ফেলতে হয়?' মূক-জড়যন্ত্র প্রতিবাদ জানে না। কন্‌ডাক্টর পিছনের দরজা হইতে বজ্রনির্ঘোষ ছাড়েন—'সামনে এগিয়ে যান দাদা।' দরজার মুখব্যাদান অব্যাহত রাখিতে যাত্রীপিণ্ডকে হাত দিয়া ঠেলিবার 'কোশিস্' চালান। নরপ্রাচীরে তাহা সম্ভব হয় না। সামনে-পিছনে-বামে-ডাইনে এবং উপর হইতে দুই কাঁধের উপর এমন মানবিক চাপ যে, দুই তিন দিন স্থায়ী গাত্রবেদনা বাসে চাপিবার স্মৃতি বহন করে। বেগবিজ্ঞানের যুগে সকলেই ত্বরণপ্রাপ্ত। কাহাকে বাদ দিবেন? 'মালের জন্য কোম্পানী দায়ী নহে' বাসকর্তৃপক্ষের প্রকাশ্য এই ঘোষণার অন্তরালে 'ছাদে-বসা ও পিছনে-পার্শ্বে ঝুলন্ত যাত্রীদের বিপদ ঘটিলে কোম্পানী দায়ী নহে'—অলিখিত এই সতর্কীকরণ সত্ত্বেও জান কবুল করিয়া মানুষ বাসে চাপিতেছে ওই একই ত্বরণের কারণে। নিতান্ত অপারগদের দীনতারণ রিক্সাওয়ালা বেমক্কা ভাড়া আদায়ের মরশুম পাইতেছে। ইতোপূর্বে দুর্ঘটনাও ঘটিয়াছে; নাকি নিষেধাজ্ঞাও ছিল ছাদে বা পিছনে ঝুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু তাহা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

এমত অবস্থায় এই রুটের যাত্রী-সাধারণের অসুবিধা ও দুর্দশার কথা চিন্তা করিতে রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুরোধ করিতেছি—এই রুটে বাসের সংখ্যা বাড়ান হউক, অথবা প্রতি বাসের ট্রিপ-সংখ্যা বাড়ান হউক। তাহার ফলে যাত্রীর চাপ কমিবে; বাসমালিকদের ব্যবসায় ফেল করিবে না; সাধারণ মানুষ স্বস্তি লইয়া চলাফেরা করিতে পারিবেন। জানা গিয়াছে এই রুটে নূতন বাস দেওয়ার নাকি ইনজাংশন রহিয়াছে। বর্তমান বাসমালিকেরা নাকি ট্রিপ-সংখ্যা বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন; তাহা নামঞ্জুর হয় এবং নূতন বাসের পারমিট দেওয়া হয়। ইহারই ফলে এই ইনজাংশন।

তাহাতে লাভ হয়ত বর্তমান বাস মালিকদের, কিন্তু অশেষ কষ্ট যাত্রী-সাধারণের। যাত্রীদের অসহায়তা দূর করিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে; নচেৎ গণদরদের বক্তৃতা ব্যর্থ পরিহাসের মত শুনাইবে।

তিন্ন চোখে ॥

আধো ঘুম জাগরণে

কলমের মুখে খাপ ঢেকে আর নিজের মুখে কুলুপ এঁটে বসে ছিলাম চুপচাপ। খাওয়া আর ঘুম, ঘুম আর খাওয়া। কবি যতীন সেনগুপ্তের মতন 'ঘুমিওপ্যাথি'র বড়ি গিলে বলতে ইচ্ছে করছিলো:

'ডানে বাঁয়ে মোর ব্যাস বাল্মীকি
ছেড়ে বকাবকি মিছে লেখালিখি
সব সাধনার অন্তে বুঝেছি
ঘুম পদার্থটি কি!'

সুতরাং সম্পাদক মশাইকে করজোড়ে জানিয়েছিলাম—'দোহাই তোমার, মাঝে মাঝে আর ঘুম ভাঙিও না ভাই।'

কিন্তু 'ঢেঁকিরে বোঝাবে কতো নিত্য ধান ভানে।
সম্পাদকে (অবোধ) বোঝাবে কতো বোধ নাহি মানে॥'

তাই এই নিতান্ত গোবেচারা ব্রাহ্মণ সত্যানন্দের সহস্র দোহাই পেড়েও রেহাই নেই। কাকের মাংস নাকি কাকে খায় না, কিন্তু বামুনের কাছে বামুনেরও যে ছাড় মেলে না, জানতাম না। ধন্যি বাবা শঠে পণ্ডিত বংশোদ্ভব ক্ষুদে পণ্ডিত অনুত্তম! আপাততঃ জরুরী অবস্থার পর মহাশান্তিতে যে একটু ঘুমাবো—তাও দেবে না! এখন রাস্তার পথে মিছিল নেই, পাশের মাঠটায় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা অবাধে বিকেলটা হৈ-হুল্লোড় করতে পারে। সভা-সমিতির অবিরাম চিৎকার—ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি—'দিতে হবে' 'করতে হবে' ইত্যাদি গরমাগরম ফাঁকা শ্লোগান কানের পোকা বের করে দেয় না। সুতরাং এবার আরামসে ঘুম। কারণ নাকে পর্যাপ্ত খাঁটি সরষের তেল দেওয়ার বিন্দুমাত্র অভাব নেই এখন। কিছু না হোক ব্রাহ্মণী খুশী যে বাজারে সরষের তেল ড্যাম্‌চপ। সুতরাং রান্নাঘরে অনবরত ছ্যাঁক্ ছোঁক্। এবং সত্যানন্দের নাকে ভোঁস ভাঁস সাইরেন।

তবে অবস্থা টাইট্‌রে দাদা। এ বাড়ী ও বাড়ীর লক্ষ্মীপূজো, নারাণ-পূজোটা সেরে অফিসে যেতে এগারোটা বারোটা অধিকাংশ দিনই বাজতো। এই বিশ বছর ধরে কাকপক্ষীতেও এজন্যে টুঁ শব্দটি করেনি। করবে কি করে—বড়ো কত্তাই তো দুটোর আগে এক ঘুম না ঘুমিয়ে আসেন না। আর সেদিন দশ মিনিট লেট হতেই লাল ট্যারা। হে শনি, রক্ষে করো ঠাকুর। তোমায় পেল্লায় সাইজের খাঁটি তেলে-ভাজা তালের বড়া পেসাদ দেবো।

কিন্তু এখন আকাশ জুড়ে মেঘ। এলো বৃষ্টি। ভাল্লাগে না আর মহা-সৃষ্টির কলকল্লোল।

'থৈ থৈ শাওন এলো ঐ'... ।
'ঝুম্ ঝুম্ নিঝ্‌ঝুম
মেঘের উপর মেঘ জ'মে আয়—
ঘুমের উপরে ঘুম।'

—সত্যানন্দ।

গ্রামের চিঠি

পামগুড় শিল্পে তাড়ির ব্যাভিচার

অতীতের কোন এক রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত আজও মনে পড়ে ইংরেজ সরকারের প্রতি ঘৃণা উৎপাদনের জন্য এক সময় নেতারা বক্তৃতা দিয়েছেন—"যে সরকার তাড়ি, মদ উৎপাদন করিয়ে, স্থানে স্থানে দোকান খুলে মানুষকে তাড়ি, মদ খাইয়ে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়, মাতাল করে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে পাঁচ আইনের ধারায় আবার গ্রেপ্তার করে, জরিমানা আদায় করে, সেই সরকারকে আমাদের দেশ থেকে তাড়াতেই হবে... ..।" সৌভাগ্যক্রমে আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি। ইংরেজ সরকারকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাড়ি, মদের ব্যাভিচারিতা আর দুর্নীতি মুক্তির বিষয়ে আর কোন চেষ্টা করা হয়নি। উপরন্তু এই উন্মত্ত অনাচারের বিষদৃশ্য অবস্থার মধ্যে মহাত্মাজীর পামগুড় প্রস্তুত পরিকল্পনাকে এক পরিহাসজনক পরিবেশের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে। সরকারী শিল্পবিভাগ থেকে তারজন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে সত্য কিন্তু তারই পাশাপাশি আবগারী বিভাগের কর্মচারীগণের উৎসাহ বাড়াতে আজও ইংরেজ রাজত্বের ঐ অবদানকে তার উত্তরাধিকার সূত্রের মত যেভাবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তা জাতীয়জীবনের পক্ষে একান্ত গ্লানিযুক্ত। একই সরকারের অধীনে এই পরস্পর-বিরোধী বিভাগ পরিচালনা করা, বিশেষ করে তাড়ির দ্বারা কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব পাওয়ার অনুরোধে সমাজ জীবনকে জাহান্নামের পথে এগিয়ে দেওয়া সত্যিই লজ্জাকর ও ঘৃণ্য ব্যাপার। এই তাড়ির ফলে, জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখলাম, তরুণ থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত মাতাল হয়ে রাস্তায় ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় তরুণীদের অপমান করছে। কোন কোন স্থানে নিষিদ্ধ পল্লীরও জন্ম হয়েছে। মারামারি, খুন-জখম এখন প্রায় প্রতিটি গ্রামেই লেগে আছে, এই তাড়িখোর মাতালদের জন্য। আজ এই সব দেখে ইংরেজ রাজত্বের সেই বক্তৃতার বিষয়-বস্তু আর আমাদের সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ মনকে ভাবিয়ে তুলছে।

—চন্দ্রশেখর ঘোষ

আছে গরু না বয় হাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৩ জুলাই—জঙ্গিপুর পুরসভায় কর্মচারীর অভাব যেমন নাই, তেমনি নাই কোন কাজের বহর। একজন বেতনভোগী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও দু'জন সহ-স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাজকর্ম মোটেই সন্তোষজনক নয়। মেথরদের নিয়মিত কাজ পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা এখানে নাই। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শককে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। সহ-স্বাস্থ্য পরিদর্শক আছেন কিনা তা করদাতারা অবগত নন।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও খাদ্য পরিদর্শক একই ব্যক্তি। খাদ্য পরিদর্শকের কাজ কি তা পুরসভা কর্তৃপক্ষ জানেন। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের বাজারে ও খোলামেলা জায়গায় অনাবৃত খাদ্যদ্রব্যে (তেলেভাজা, মিষ্টি ইত্যাদি) মাছি বীজাণু ছড়াচ্ছে। শহরে পেটের রোগ ও ইনফ্লুয়েনজা জ্বর সংক্রামিত হচ্ছে। বাজারে, রাস্তার ধারে, স্কুল-কলেজের পাশে ফেরীওয়ালারা অখাদ্য বিস্কুট, অনাবৃত খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি অবাধে বিক্রী করছে। কিন্তু সব থেকেও দেখার কেউ নাই। পচা মাছ, নিম্নশ্রেণীর মাংস (পচা মাছ বিক্রীর দায়ে পুলিশ সম্প্রতি দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবাধে বিক্রী হচ্ছে। এভাবে অনাবৃত খাদ্যদ্রব্য বিক্রী ও নাগরিকদের স্বাস্থ্যহানি সম্পর্কে ইতিপূর্বে জঙ্গিপুর সংবাদে পুরসভাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। তাই আবার জনসাধারণের পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। অন্ততঃ জনস্বার্থে গরু থেকেও হাল না বহার চিরকালের দুঃখ নিরসন হওয়া উচিত বলে পুরবাসীরা মনে করেন।

পাঠাগারে আগুন

সাগরদীঘি, ১৭ জুলাই—দেরীতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, ৯ জুলাই রাত্রে স্থানীয় যুব সম্মিলনী পাঠাগারে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে দু'টো হারমোনিয়াম ভস্মীভূত হয় এবং একটা আলমারী ও সামান্য কয়েকটি বই-এর অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়। কারণ না জানা গেলেও এই অগ্নিকাণ্ড রহস্যজনক বলে অনেকের সন্দেহ।

ইন্দিরার সমর্থনে সভা

সাগরদীঘি, ১৮ জুলাই—আজ এখানে সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেসের নতুন অফিসে কংগ্রেসী কর্মকর্তা, এম এল এ ও সমর্থক সদস্যরা এক সভায় মিলিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আস্থা জানিয়ে বর্তমান জরুরী অবস্থা এবং একুশ দফা কর্মসূচীকে স্বাগত জানান। সাংগঠনিক আলোচনার পর সভায় ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে কতকগুলি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ট্রেণের কামরায় মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ জুলাই—গতকাল গভীর রাত্রে আজিমগঞ্জ জংশন রেল ষ্টেশনে ৩৮১ ডাউন অণ্ডাল—আজিমগঞ্জ প্যাসেনজারের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। এ খবর লেখা পর্যন্ত জানা গিয়েছে যে, নিহত ব্যক্তি জিয়াগঞ্জ থানার গণেশপুর গ্রামের একজন আম ব্যবসায়ী। ঘটনার দিন সে কোথাও আম বিক্রী করতে গিয়েছিল। রেল পুলিশের সন্দেহ, এটি একটি খুনের ঘটনা। তার কারণ, মাঝ পথে কোন জায়গায় পেটে ছোড়া মেরে তাকে খুন করা হয়। পরে ট্রেণের কামরায় মৃতদেহের হাত বেঁধে এমনভাবে আসনে বসিয়ে রাখা হয় যে অন্ধকার গাড়ীতে কেউ বুঝতেই পারেননি ওই ব্যক্তি জীবিত না মৃত। আজিমগঞ্জ জংশন ষ্টেশনে ট্রেণটি এসে থামলে ওই ব্যক্তিকে একইভাবে বসে থাকতে দেখে কয়েকজন যাত্রীর সন্দেহ হয়। টরচের আলো ফেলতেই রক্তাক্ত, নাড়িভূঁড়ি বের হওয়া অবস্থায় ব্যক্তিটির বীভৎস দৃশ্য দেখে তাঁরা রেল পুলিশে খবর দেন। মৃত ব্যক্তির পাশে রাখা একটি খালি আমের ঝুড়ির সঙ্গে দু'কেজি চাল ও আড়াই কেজি গুড় পাওয়া যায়। নাম এখনও জানা যায়নি।

আরও ধূমপায়ী ধৃত

ধুলিয়ান, ২৩ জুলাই—গতকাল সামসেরগঞ্জ পুলিশ প্রেক্ষাগৃহ-বিধি অমান্য করে স্থানীয় 'মায়া' টকিজে প্রদর্শনী চলাকালীন ধূমপানরত ১৩ জন দর্শককে গ্রেপ্তার করেছে।

অদৃশ্য দংশন

বিশেষ প্রতিনিধি, ২০ জুলাই: শুয়ে আছে, হঠাৎ কামড়। বসে আছে, হঠাৎ কামড়। সাপ দেখা যাচ্ছে না, তবে অদৃশ্য সাপ একই পরিবারের তিনজনকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আজ ৯ দিন থেকে কামড়ে বেড়াচ্ছে। দংশনের পর সাপের দাঁতের দাগ স্পষ্ট ফুটে উঠছে, 'শরীর জ্বলে যাচ্ছে, ওঝা বিষও বের করে দিচ্ছে। কিন্তু সাক্ষাৎ মিলছে না সেই অদৃশ্য মনসার। অলৌকিক ঘটনাটি ভগবানগোলা থানার লালতাকুড়ি গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটারজির বাড়ীর। তাঁর এক ভাইপো ৯ দিনে ৬ বার, অন্য ভাইপো ৯ দিনে ৫ বার ও এক ভাইঝি ৯ দিনে ৩ বার অদৃশ্য সর্প-দংশনে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। মনসার পাটে কালী পূজোই নাকি এই যাতনার কারণ। তাই ধীরেনবাবু মনসা পূজো দিয়ে যাতনার হাত থেকে রেহাই-এর কথা চিন্তা করছেন। সৌভাগ্য এবং আশ্চর্যের বিষয় এখন পর্যন্ত সর্প-দংশনে প্রাণহানি ঘটেনি কারও।

সাপে-টিকটিকিতে: জুন মাসের গোড়ার দিকে সাগরদীঘি ব্লকের চন্দনবাটী গ্রামের ঐতিহাসিক শিব মন্দিরে শিব মূর্তির মাথায় হঠাৎ দেখা যায় বিরাট এক কালো সাপ ও দু'টো সাদা সাপকে একটা টিকটিকির সঙ্গে খেলা করতে। খবরটি মুহূর্তের মধ্যে রটে গিয়ে কয়েক হাজার দর্শনার্থীর সমাগম ঘটায় ওই মন্দিরে। পানীয় জলের কোন রকম ব্যবস্থা না থাকায় ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয় পুণ্যার্থীদের। তাই কয়েক ঘণ্টা ধরে সেলিম দেওয়ানের মত উৎসাহী যুবকরা পানীয় জল সরবরাহ করে প্রত্যেককে। টিকটিকি ও সাপ অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সকলে ফিরে আসেন।

মাষ্টারমশাইদের ভাবিয়ে তুলছে

[১ম পৃষ্ঠার পর]

হয়ে উঠেছে। কিন্তু যারা গতবার অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উঠে নতুন পাঠ্যক্রমের আওতায় পড়েছে, আগে থেকে না পড়ার জন্য জীবন বিজ্ঞানের পাঠ তাদের বোধগম্যের বাইরে এবং বেশ শক্ত। তাই এরা অসুবিধায় পড়ছে।

অবশ্য ভুলে ভরা বই নিয়ে নতুন পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে বলেই যে খারাপ হয়েছে তা নয়। মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এক প্রশ্নের উত্তরে আমাকে জানিয়েছেন, কোরস্ খুব ভালো হয়েছে, এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর মধ্যে ধারাবাহিকতা রয়েছে। তাছাড়াও ইতিহাসে স্বদেশী নেতাদের জীবনী যেভাবে এবং যতটা আলোচিত হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

সকল প্রকার
ঔষধের জন্য
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

ব্যবসা, কারখানা ও বসত বাড়ী নির্মাণ উপযোগী জমি বিক্রয়
উমরপুর পেট্রল পাম্পের সন্নিকটে, ন্যাশনাল হাইরোড্ সংলগ্ন রাস্তার পূর্বদিকে এক দাগে তিন বিঘা জমি বিক্রয় আছে। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
শ্রীশচীন সেনগুপ্ত
(পূর্বতন বাটার দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

গোয়াল ঘর থেকে দেশী রিভলভার ও বোমা উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ জুলাই—গোপন-সূত্রে খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ আজ সকালে এই থানার কাটাখালি গ্রামের আবদুল রহমানের বাড়ীর গোয়াল ঘর তল্লাসী করে একটি দেশী রিভলভার ও ৪টি তাজা বোমা উদ্ধার ও আটক করে। আবদুল রহমানকে বে-আইনীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েক মাস আগে ধৃত ব্যক্তিকে ট্রানস্‌ফরমার চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে প্রকাশ।

আরও একজন ব্যবসায়ী ধৃত: রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ১৯ জুলাই জঙ্গিপুর শহরের মহাবীরতলা থেকে কৈলাসপতি দাস নামে আরও একজন ব্যবসায়ীকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর গুদামে তল্লাসী চালিয়ে হিসাব বহির্ভূত প্রচুর টাকার সাবান, সারফ, ব্যাটারী, ব্লেড, কেরোসিন তেল, গুঁড়ো চা ইত্যাদি ১৪ দফা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আটক করা হয়েছে। এই ব্যবসায়ীটি-কেও গ্রেপ্তারের পর কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে আসা হয়। চিনি এবং সরষের তেলের দাম ধরপাকড়ের শুরুতে কমতে আরম্ভ করলেও এখন আবার বাড়তে শুরু করেছে। জঙ্গিপুর মহকুমার কোন কোন জায়গা থেকে চিনির দুষ্প্রাপ্যতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। মহকুমার অধিকাংশ জায়গায় নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিম্নমুখী হলেও ফরাক্কায় সম্ভবতঃ নামের গুণে মূল্যমানের উল্লেখযোগ্য হেরফের ঘটেনি।

হাসপাতালের ওষুধ পাচারকারী ধৃত [১ম পৃষ্ঠার পর]

প্রকাশ, হাসপাতালের ষ্টোর থেকে ১০টি প্যাকেটে ২৬৯০টি ওরিস্থল ও ২০০০ এনট্রোভায়োফরম ট্যাবলেট সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার সময় পাচারকারী অজিত সরকার এনট্রোভায়োফরম-এর একটি প্যাকেট থেকে ১০টি ট্যাবলেট মনোরঞ্জন দাস নামে হাসপাতালের জনৈক স্বাস্থ্যকর্মীকে ও ২০টি ট্যাবলেট অন্য একজন অচেনা লোককে দেয়। সাংবাদিক তার গতিবিধির উপর আগে থেকেই লক্ষ্য রাখছিলেন। প্যাকেট থেকে অন্য লোককে ট্যাবলেট দেয়ার সময় তিনি অজিত সরকারকে তাড়া করেন। তাড়া খেয়ে সে ঘাবড়ে যায় এবং হাসপাতালের ভেতর দৌড়োদৌড়ি করে ফারমেসীতে ঢুকে যায়। সাংবাদিক ওষুধ সমেত হাতেনাতে তাকে ধরে ফেলেন এবং এস ডি এম ওকে খবর দেন। এস ডি এম ও এসে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালে সাংবাদিক ধৃত অজিত সরকারকে তাঁর হাতে তুলে দেন। গতকালই এ বিষয়ে তদন্ত করা হয় এবং ঘটনার বিবরণ জানিয়ে বিশেষ দূত মারফৎ সি/২০ (তাং ২১-৭ ৭৫) নম্বরের একটি বার্তা হাসপাতাল থেকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিকট পাঠানো হয়। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া

বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্

ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন : ২৬

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

naa-JK-2

Godrej

গোদরেজ আলমারী ও ফ্রিজ কেনবার জন্য ভাবছেন! কিন্তু আমরা আপনার কাছেই আছি। মাত্র ১৫ পয়সা খরচ করে একটা চিঠিতে সমস্ত জানতে পারবেন। গোদরেজের সমস্ত জিনিস এখন মজুত আছে; যেটা চাইবেন সঙ্গে সঙ্গে ঘরে বসে পাবেন। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে না, আমরা আপনার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো। যা কিছু জানতে চান পত্রে যোগাযোগ করুন।

আপনাদের সেবায় আমরা সব সময় প্রস্তুত।

ভকত ভাই প্রাইভেট লিমিটেড

বোলপুর

ফোন—২৪১

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)